

জেনে নিন উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজারের কাজ

তাসনুজা মাহমুদ

স্বাভাবিক নিয়মে সবকিছুই ধীরে ধীরে কর্মশক্তি হারাতে বা বলা যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তবে পিসির ক্ষেত্রে ঘটনাই এর ব্যতিক্রম ঘটে— যেমন হঠাৎ করে নতুন পিসি অত্যন্ত দ্রুতগতির কর্মশক্তি হারাতে বা অত্যন্ত ধীরগতির সম্মুখ হয়ে পড়ে— তখন আমাদেরকে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হয়, নিতে হয় প্রতিকারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা। কেননা, যখন পিসি ঘণাঘণ্টাভাবে স্বাভাবিক কাজ করতে, যেমন কোনো প্রোগ্রাম লোড করতে প্রচুর সময় নেয় এবং প্রায় সব ধরনের কাজ করে অত্যন্ত ধীরগতিতে, তখন আমরা অনেকটাই মনে করি পিসি সম্ভবত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বা কোনো প্রোগ্রাম বা হার্ডওয়্যার সমস্যা-ই কোনো সমস্যা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের এ ধারণা সত্য হলেও সবসময় তা সত্য নয়।

হঠাৎ করে পিসির পারফরমেন্স কমে যেতে পারে এক বা একাধিক অ্যাপ্লিকেশন রান করানোর জন্যও বিশেষ করে ফেব প্রোগ্রাম প্রচুর পরিমাণে সিস্টেম রিসোর্স ব্যবহার করে সে ধরনের প্রোগ্রামের কারণেও পিসির পারফরমেন্স কমে যেতে পারে, বিশ্বয়কর হলেও সত্য। এ সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা খুব কর্মই ধারণা রাখেন। আর এ সত্য উপলব্ধিতে কর্মপট্টতার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজার টুলের কার্যাবলীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারবেন উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজার টুলটি মূলত কী কাজ করে এবং পারফরমেন্স সমস্যা দূর করার জন্য এটি কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

টাস্ক ম্যানেজার ম্যানেজ করা

টাস্ক ম্যানেজার একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর ব্যবহারবিধি খুবই সহজ। এই টুল উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্টা এবং উইন্ডোজ ৭-এ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার কর্মপট্টতার সফিকার অর্থে কী কাজ করতে পারে তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে। এই টুল পিসির সমস্যা যেমন ভায়াপনাস করতে পারে, তেমনি পারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া অ্যাপ্লিকেশন বা প্রসেসকে বন্ধ করতে।

টাস্ক ম্যানেজার ব্যবহার করা যেতে পারে সে সময়, বিশেষ করে যখন পিসি খুবই ধীরগতিতে কাজ করতে থাকে। এছাড়া এই টুল ব্যবহার করা যেতে পারে ব্যবহার হওয়া এরিয়াকে মনিটর করার কাজে। যেমন— কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার হওয়া মেমরিকে মনিটর করার কাজে।

যদি টাস্ক ম্যানেজার নিরূপণ করে যে কর্মপট্টতারের প্রায় সব মেমরিই ব্যবহার হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার সিস্টেমের অপারেশনের সময় ঘনিজে এসেছে।

টাস্ক ম্যানেজার কয়েকভাবে ওপেন করা যায়। এক্সপি ও ভিস্টায় টাস্ক ম্যানেজার ওপেন বা চালু করা যায় Ctrl + Shift + Escape কী তিনটি একত্রে চেপে। অথবা টাস্কবারের খালি জায়গায় ডান ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে Task Manager।

এক্সপ্রেসে Ctrl + Alt + Delete কী চেপে টাস্ক ম্যানেজার চালু করা যায়। আর ভিস্টায় এ কীগুলো চাপলে একটি নতুন স্ক্রিন অবিবর্তিত হবে যেখানে থাকবে টাস্ক ম্যানেজার লিস্টের একটি অংশ।

টাস্ক ম্যানেজার উইন্ডো মূলত কিছু ট্যাবের হোক। এ লেখায় মূলত আলোচনা করা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন, প্রসেসেস এবং পারফরমেন্স ট্যাবের প্রাথমিক কিছু ধারণা নিয়ে।

অ্যাপ্লিকেশন (Application) ট্যাবে থাকে পিসিতে সক্রিয় সব প্রোগ্রামের লিস্ট। উপরন্তু প্রতিটি এন্ট্রিই হলো অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস, যা ভালোভাবে সক্রিয় নয় বা তেমন ভালোভাবে চলছে না।

প্রোগ্রাম কোন ধরনের টাস্ক তৈরি করতে, তা প্রদর্শন করে প্রসেসেস (Processes) ট্যাব। এটি উইন্ডোজ কর্মপট্টতারের হার্ডওয়্যারের রিসোর্সের চাহিদা তুলে ধরে। এখানে আপনি জানতে পারবেন, অ্যাপ্লিকেশন ট্যাবের প্রোগ্রামের লিস্টের সম্বন্ধে টাস্ক যা প্রসেসেস হিসেবে বিবেচিত। এগুলো সাধারণত ব্যানধাজিত রান করতে থাকে।

প্রসেসেস ট্যাবে রয়েছে পঁচাত্তি কলাম। প্রথমটি Image Name, যা প্রকাশ করে প্রসেসের বিস্তারিত নাম; এ নামগুলোর সবই স্বব্যবাহ্যামূলক নয়, এক্সপি ব্যবহারকারীরা জেনিটেশন কলাম পাবেন না। CPU এবং Memory কলাম খুব দরকার। কেননা, এগুলো শনাক্ত করতে পারে মেমরি স্যাটিউ প্রসেস।

সিপিইউ কলাম নির্দেশ করে প্রতিটি টাস্কের জন্য প্রসেসের সময়ের কতকটা ব্যবহার হয়। টাস্ক ম্যানেজারের ব্যাস্তিত্ব প্রতিটি ট্যাব কলাম অনুসারে বিন্যস্ত করা যায়। প্রতিটি প্রসেসের জন্য সিপিইউ কেসনভাবে ব্যবহার হচ্ছে, তার বিস্তারিত দেখতে চাইলে CPU কলামে একবার ক্লিক করুন। প্রসেসের কেসনভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে এন্ট্রিগুলো উপর-নিচ করে লিস্টকে আশক্ত করে।

এটি পরীক্ষা করার জন্য টাস্ক ম্যানেজার উইন্ডো উপস্থিত থাকা অবস্থায় একটি অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন, যেমন 'উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার'। এই প্রোগ্রামটি লোড হবার সাথে সাথে একটি নতুন এন্ট্রি অবিবর্তিত হবে। এর সিপিইউ ইউজেন্স লিস্টের বেশিরভাগ অন্যান্য প্রোগ্রামের চেয়ে ফুফট বেশি। প্রোগ্রাম লোডিং শেষ হলে এটি লিস্টের নিচের দিকে চলে আসবে। নামের একটি এন্ট্রি লিস্টের উপরে দিকে থাকে। এর মানে হচ্ছে অন্যান্য প্রোগ্রামের ব্যবহারের জন্য আর কতটুকু প্রসেসিং পাওয়ার অবশিষ্ট রয়েছে তা নির্দেশ করে। এ বিষয়টিকে সহজ করে বোঝানোর জন্য বলা যায়, একটি কর্মপট্টতার অতিসম্প্রতি উইন্ডোজে চালু করা হয়েছে, যেখানে অন্য কোনো প্রোগ্রাম রান করছে না। সেফোর্টে সিস্টেম অফিল্ড প্রসেসের সিপিইউর ব্যবহারের হার ৯৯ শতাংশ। কেননা, এতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম রান হচ্ছে না।

মেমরি ব্যবহারবিধি

মেমরি কলাম একইভাবে কাজ করে, তবে এটি প্রসেসরের ব্যবহারের পরিবর্তে প্রদর্শন করে প্রতিটি প্রসেসে কতটুকু মেমরি ব্যবহার হচ্ছে তা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রসেসে মেমরির ব্যবহার হয় ১০ হাজার কি.বি.এর কম। যদি পিসি ধীরগতিতে রান করতে থাকে এবং সেখানে মেমরির জন্য একটি প্রসেস অ্যাসের চেয়ে বেশি কাজ করে, তাহলে ভালো হয় এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা।

কাজের সময় মেমরির ব্যবহার দেখতে চাইলে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডো ওপেন করুন। টাস্ক ম্যানেজারের প্রসেস কলামে প্রথমে রয়েছে Image Name, এ Image Name কলামে একবার ক্লিক করে প্রসেসকে পৃথক করে দেখুন, যা iexplorer.exe নামে পরিচিত।

এবার মেমরি কলামের দিকে দেখুন। এটি ব্যবহার করছে 35,000 KB (35 MB) মেমরি, যা বেশ স্বাভাবিক। এবার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের উইন্ডোর মধ্যে নতুন ট্যাব ওপেন করুন এবং ডিফল্ট করুন কিছু গুডেব্লাউক। প্রতিবার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের নতুন ট্যাব যুক্ত হয়, ফলে মেমরির ব্যবহার বেড়ে যায়। এখানে পরীক্ষা করে দেখানোর জন্য একটি সিস্টেম ট্রাউব্লার উইন্ডোতে অটটি ট্যাব ওপেন দেখুন। ফলে মেমরির ব্যবহার লক্ষিত হয় ২২০,০০০ কি.বি. (২২০ মে.বি.) ভিত্তিতে যায়।

যদি পিসি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, তাহলে ▶

একটি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করলে মেমরিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। এজন্য নিচের নীচে টাস্ক ম্যানেজার-উইন্ডোর CPU Usage এবং Physical Memory-তে খেয়াল রাখতে হবে, কেননা এই চিত্র নির্দেশ করে প্রসেসর ও মেমরির কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে।

পারফরমেন্স সমস্যা

প্রসেসর ও মেমরির বর্তমানের ব্যবহারসহ পারফরমেন্স ট্যাব দেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এখানে প্রদর্শিত হয় গত কয়েক মিনিটে প্রকৃতি কম্পোনেন্ট যেমন প্রসেসর, মেমরি কেমনভাবে ব্যবহার হয়েছে। যদি পিসি ডুয়াল-কোর প্রসেসরবিশিষ্ট হয় তাহলে CPU Usage History উইন্ডো দু'ভাবে থাকবে।

এটি দেখাবে চিপের প্রকৃতি অংশ কত কঠিন কাজ করছে। যখন টাস্ক ম্যানেজার চালু থাকে তখন Windows Taskbar-এর নিচের ডান দিকে নোটিফিকেশন এরিয়ায় একটি সবুজ বক্স থাকবে (ছড়ির পাশে)। এটি CPU Usage গ্রাফের ছোট ভার্সন, যা পাওয়া যায় Performance ট্যাবে। প্রসেসর কেমন জটিল কাজ করছে, তা সূত্রগতভাবে প্রদর্শনের গাইড হিসেবে ব্যবহার হয় এটি।

যেভাবে টাস্ক ম্যানেজার কাজে লাগানো যায়

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে— কিভাবে টাস্ক ম্যানেজার কাজে লাগানো যায়? যখন পিসি অত্যন্ত ধীরগতির কাজ করতে থাকে, তখন চালু করুন টাস্ক ম্যানেজার। এজন্য Ctrl + Shift + Esc কী একত্রে চাপুন বা Taskbar-এ ডান ক্লিক করে সিলেক্ট করুন Task Manager। এরপর Application ট্যাবের অন্তর্গত কী কী লিস্টেড হয়েছে, তা খেয়াল করে দেখুন।

যদি পিসি খুবই ধীরগতির তান করতে থাকে, তাহলে Not Responding স্ট্যাটাসসম্বলিত একটি এন্ট্রি থাকবে, যা সম্ভবত সমস্যার প্রধান কারণ। এমন অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখুন কিছু প্রোগ্রাম অস্থায়ীভাবে ফ্রিজ হয়ে থেকে আবার সক্রিয় হয়। যদি কিছুক্ষণের মধ্যে সমাধান না হয়, তাহলে Application ট্যাবের প্রোগ্রাম এন্ট্রিতে ডান ক্লিক করুন। এরপর আবির্ভূত লিস্টে End Process-এ ক্লিক করুন।

এর ফলে প্রোগ্রাম লিস্ট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে অথবা একটি নতুন ডায়ালগবক্স আবির্ভূত হবে, যা প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্য অনুমতি চাইবে। এটি অবশ্য তখন ঘটতে পারে যখন প্রোগ্রাম স্থির হয়ে যাবে। এ অবস্থায় End Now-এ ক্লিক করে প্রোগ্রাম বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে

অত্যন্ত প্রোগ্রামের ডকুমেন্ট হারিয়ে যেতে পারে। যদি Application ট্যাবের লিস্টের সব প্রোগ্রাম স্বাভাবিকভাবে রান করে, তাহলে Performance ট্যাবে ক্লিক করে দেখুন প্রসেসর ও মেমরির অবস্থা। যখন বাম দিকে CPU

ব্যবহার করে তাহলে এটি হতে পারে গতি কমে যাবার আরেকটি কারণ।

যদি কোনো সিস্টেম প্রসেস প্রচুর পরিমাণে মেমরি ব্যবহার না করে, তাহলে পারফরমেন্সের স্ম-থ হবার জন্য দায়ী হতে পারে কমপিউটারে পর্যাপ্ত মেমরি ইনস্টল না থাকায়। এক্ষেত্রে মেমরি আপগ্রেড করতে হবে।

শেষ কথা

এখানে দেখানো হয়েছে টাস্ক ম্যানেজারের প্রাথমিক কাজ। তবে লক্ষণীয় বিষয়, অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নসহকারে টাস্ক ম্যানেজার নিয়ে কাজ করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে পিসির হার্ডওয়্যার ভ্যামেজ হবার সম্ভাবনা কম বা নেই। তবে কোনো প্রসেস বা অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশ করলে সফ্টি-ট অনসেজ করা ভাটা চিরকরের জন্য হারিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, শেষ অবলম্বন হিসেবে আমরা টাস্ক ম্যানেজার ব্যবহার করতে পারি। কমপিউটারের ধীরগতির জন্য

যদি কোনো প্রোগ্রামকে সল্ভ করা হয়, তাহলে চেষ্টা করুন প্রতিদিনের কর্মদিারায় সেই প্রোগ্রামকে বন্ধ রাখার জন্য। এজন্য উপরের ডান প্রাক্সের ট্রশ চিহ্নে ক্লিক করুন। এ কাজটি করতে হবে টাস্ক ম্যানেজার পৌঁছানোর আগে।

একইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কোনো আইটেমের প্রসেসর বা Services ট্যাব বন্ধ করার সময়।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

Image Name	User Name	CPU	Mem Usage
System	SYSTEM	00	25 K
lsass.exe	Administrator	00	292 K
regsvr.exe	Administrator	00	1,172 K
MSASMON.EXE	Administrator	00	284 K
notepad.exe	Administrator	00	296 K
explorer.exe	Administrator	00	14,740 K
smss.exe	SYSTEM	00	24 K
Avto Keyboard.exe	Administrator	00	2,264 K
csrss.exe	SYSTEM	00	1,292 K
winlogon.exe	SYSTEM	00	1,952 K
services.exe	SYSTEM	00	2,440 K
lsass.exe	SYSTEM	00	1,256 K
GoogleToolbarN...	Administrator	00	496 K
svchost.exe	SYSTEM	00	1,172 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	1,368 K
svchost.exe	SYSTEM	00	8,672 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	76 K
lsass.exe	Administrator	00	928 K
smss.exe	LOCAL SERVICE	00	108 K

উইন্ডোর টাস্ক ম্যানেজার

Usage বার 100 ডাগ বা প্রায় 100 ডাগের কাছাকাছি হয়, তখন আবির্ভূত হয় নির্দিষ্ট সমস্যাসূচক নির্দেশক।

CPU Usage History উইন্ডোতে খেয়াল করে দেখুন, যদি সিপিইউর ব্যবহার হঠাৎ করে 100 ডাগ লাফিয়ে ওঠে, তাহলে ধরে নিতে পারেন কোনো সিস্টেম প্রোগ্রাম এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যদি প্রসেসরের ব্যবহার পূর্ণ ক্ষমতার কাছাকাছি না হয়, তাহলে Memory বাত্রে লক্ষ্য করুন। যদি এখানে তেমন পর্যাপ্ত ফ্রি মেমরি না থাকে নির্দেশ করে, তাহলে সমস্যার কারণ হতে পারে কোনো সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা প্রচুর মেমরি ব্যবহার করে অথবা অনেকগুলো প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন রয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রসেসর ট্যাবে ক্লিক করুন। যদি Performance ট্যাবে উইন্ডো বার প্রায় 100 পারসেন্টের কাছাকাছি হয়, তাহলে প্রসেসর লিস্ট সিপিইউ অনুসারে ক্রিয়াল করুন। এবার প্রথম কয়েকটি এন্ট্রির দিকে খেয়াল করে দেখুন সেগুলো কেমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

লক্ষণীয় কোনো প্রসেস ধার্মিয়ে দেখা ঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই কাজ শেষ হচ্ছে। যদি কোনো প্রসেস অনেক বেশি ব্যবহার হয়, তাহলে তা ধার্মিয়ে দেখা উচিত হবে। কোনো স্বেচ্ছাচারী প্রসেসকে ধার্মাতে চাইলে অর্থাৎ ধ্বংস করতে চাইলে প্রসেসের ডান ক্লিক করে এন্টার প্রসেসর সিলেক্ট করতে হবে।

যদি প্রসেসরের বড় কোনো অংশ কোনো প্রোগ্রাম ব্যবহার না হয়, তাহলে মেমরিভিত্তিক লিস্টকে পুনর্বিদ্যাস করুন। আবার যদি কোনো প্রসেস অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি মেমরি